

NOTE SHEET

118/WBHRc/SMc/17.

27-03-2017

Enclosed is the news item clipping of the Bartaman, a Bengali daily dated 27th March, 2017, the news is captioned "গাইঘাটায় বাবা-মেয়ের জোড়া দেহ উদ্ধার, অভিযোগ ধর্ষণ করে খুন"

Superintendent of Police, North 24 Parganas is directed to submit a detailed report about the incident within 28th April, 2017 enclosing there to :-

- i. - Address and particulars of the victim,
- ii. Post mortem report,
- iii. Medical report, if any,
- iv. Statement of the family members of the victim,
- v. Copy of F.I.R.



(Justice Girish Chandra Gupta)
Chairperson

Encl : News Item dt.27-03-2017

Ld. Registrar to keep NHRC posted about cognizance taken on the subject by
WBHRC.

এই দু'টি
কিটো অটো
র সময়
মুখোমুখি
টো রাস্তার
গটে যায়।
মত আলি
জন যাত্রী
মহিলার
আহতদের
নপাতালে
একটি
বাজারে
র সংঘর্ষ
নিয়ন্ত্রণ
মণ্ডল
বেড়িয়া
রা হলে
পুলিশ
স্ব চিহ্ন
ন
রগনা:
মোড়ে
মুদির
য়েছে
টনায়
তবে
নটি
াণ্ডন

এই দু'টি মুখোমুখি টো রাস্তার গটে যায়। মত আলি জন যাত্রী মহিলার আহতদের নপাতালে একটি বাজারে র সংঘর্ষ নিয়ন্ত্রণ মণ্ডল বেড়িয়া রা হলে পুলিশ স্ব চিহ্ন ন রগনা: মোড়ে মুদির য়েছে টনায় তবে নটি াণ্ডন

গাইঘাটায় বাবা-মেয়ের জোড়া দেহ উদ্ধার, অভিযোগ ধর্ষণ করে খুন

বিএনএ, বারাসত: বিছানায় মেয়ের অর্ধনগ্ন দেহ পাশেই মাটিতে শুয়ে রাখা রয়েছে বাবার রক্তাক্ত দেহ। আর এ দৃশ্য দেখেই স্বাভাবিকভাবেই চাঞ্চল্য ছড়াল এলাকায়। রবিবার রাতে গাইঘাটা থানার গাজনের তেঘাড়িয়া বাজার এলাকার একটি বাড়ি থেকে এভাবেই বাবা-মেয়ের দেহ উদ্ধার হল। পুলিশ জানিয়েছে, বাবার নাম পরিতোষ দে (৬১) ও মেয়ের নাম টিয়া দে (২২)। কীভাবে এই খুন, তা নিয়ে পুলিশ প্রাথমিক তদন্তর আগে মুখ না খুললেও স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, বাবার সামনে মেয়েকে ধর্ষণ করে, তারপরে দু'জনকে খুন করে চম্পট দিয়ে দুকুতীরা। আর এই ঘটনাই ফের উস্কে দিল প্রায় এক দশক আগেকার সুঁটিয়া গণধর্ষণের স্মৃতি। দেহ দু'টিকে উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে পুলিশ। রাতেই ঘটনার খবর

পেয়ে এলাকায় যান পুলিশের বড় বড় কর্তারা। তাঁদের কথায়, খুনের সবদিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে। স্থানীয়দের কথায়, বিপত্নীক পরিতোষবাবু মেয়েকে নিয়ে থাকতেন। শনিবার সকালে এই দুই বাবা-মেয়েকে



পরিচিতি ছিল পরিতোষবাবু এবং তাঁর মেয়ের। স্বাভাবিকভাবেই বাড়ির বাইরে দেড়দিন ধরে না দেখতে পাওয়ায় স্থানীয়দের মধ্যে সন্দেহ বাড়ে। এরপর এদিন সন্ধ্যায় তাঁরা বাবা-মেয়ের খোঁজ নিয়ে তাঁদের বাড়ি পৌঁছায়। তাঁরা গিয়ে দেখেন, ভিতর থেকে দরজা আলগা করে লাগানো। ঘরে ঢুকতেই তাঁরা দেখেন, অর্ধনগ্ন অবস্থায় ওই তরুণীর নিখর দেহ বিছানার উপর। পরিতোষবাবুর দেহ মেঝেতে শোয়ানো রয়েছে। তাঁর মুখ থেকে রক্ত বেরনোর চিহ্ন। যা দেখেই বাসিন্দারা নিশ্চিত, মেয়েকে বাবার সামনে ধর্ষণ করে দুকুতীরা। তারপর দু'জনকেই খুন করে পালিয়ে যায়। কিন্তু জনবসতিপূর্ণ এলাকার মধ্যে একই পরিবারের দু'জন এভাবে খুন হয়ে যাওয়ায় স্থানীয়দের মধ্যেও আতঙ্ক তৈরি হয়েছে।

শেষবারের মতো তাঁরা দেখেছিলেন। তারপর থেকেই তাঁদের আর দেখা যায়নি। বিষয়টি নিয়ে তাঁদের মনে সন্দেহ তৈরি হয়। মিশুকে স্বভাবের হওয়ায় এলাকায় প্রায় প্রত্যেকের সঙ্গে